# মাটির
# সিন্দুক

# মাটির সিন্দুক

ফজলে রাব্বি

কবি/প্রকাশকের অনুমতি ব্যতিরেকে এই বইয়ের কোনো অংশেরই পুনঃউৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। করলে তার বিরুদ্ধে আইননানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

**মাটির সিন্দুক**
ফজলে রাব্বি

**প্রথম প্রকাশ:** বইমেলা ২০২৪
© কবি

**অর্থব**
১৬, ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
arthabapublications@gmail.com
**মুদ্রণ**
মৌমিতা প্রিন্টার্স
২৫, প্যারিদাস রোড, ঢাকা- ১১০০।

**প্রচ্ছদ:** জান্নাতুল ফেরদৌস জিনিয়া
**বইমেলা পরিবেশক:** ছিন্নপত্র প্রকাশন

**ISBN: 978-984-35-9039-8**

## উৎসর্গ

প্রথমেই সেসব লেখকদের যারা প্রতিনিয়ত লড়াই করছে,
নিজের সঙ্গে,  অভাবের সঙ্গে, পথ হাঁটতে।
এরপর যে আমার কবিতায় দুর্নামের ভাগিদার হয়েও
প্রার্থনা করে আমার যাত্রার, সেই কবিতামিত্রকে।

এবং পৃথিবীর দিকে চোখ তুলে যুদ্ধ করতে করতেই যে
চোখ বন্ধ করে নিয়েছে সেই মুবাশ্বিরা বিনতে ইনায়াকে (ভাতিজি)।

# সূচিপত্র


যাপন ৯
সৃষ্টির স্বাধীনতা ১০
এক পতিতা ফুলের জন্মদিনে ১১
ধ্বংসলীলা ১২
পুনঃবিবৃতি ১৩
জেসমিন একটি শুভ্র ফুল ১৪
প্যারালাল ১৫
সরল অংক ১৬
ধরনীর বুকে জ্বর ১৭
সংবিধিবদ্ধ স্বতর্কীকরণ ১৮
এ স্পেশাল আই ফ্রাই ১৯
রূপন্তীর কথা ২০
হৃদয়পুর এক্সপ্রেস ২১
মেঘলোকের বানী ২২
শুভ্র ফুলের দেশে ২৩
ছায়া মানুষ ২৪
মহাকাল এক প্রেমিকার প্রতি ২৫
মৌলিক দুঃখ ২৬
ব্যকরণ প্রেমে ২৭
বিষন্ন নদী ২৮
আত্মপ্রশ্ন ২৯
প্রেমিকার শাড়ি ৩০
ভুল চিহ্ন ৩১
প্রেমাস্ত্র ৩২
ঘৃণা ৩৪
অকূল জীবন ৩৫
বি র হ ৩৫
দর্পণ ৩৬
কথা ৩৬
প্রায়শ্চিত্ত ৩৭
সদকা ৩৭
আহত প্রলাপ ৩৮
অপরিবর্ত তোমার উদ্দেশ্যে ৩৯
অলংকার ৪০
সুখ সংবাদের জন্য ৪২
অসময়ে শূন্যস্রোত ৪৪
ঘোর ৪৫
ঘূর্ণিপাক ৪৬
ঘুণপোকার জীবন ৪৬
বাংলাদেশের পোশাক ৪৭
ধন্যবাদ ৪৮

## যাপন

বন্ধুত্বহীন সন্ধ্যার শূন্য চায়ের কাপ,
ভোরের নির্ঘুম বিহঙ্গধ্বনি,
দুপুরের নিরাশ্রয় অলসতা,
ভোটবিহীন নির্বাচনের প্রার্থী,
এমনই নিগৃহীত দাঁড়িয়ে থাকা।

নিজেকে বারবার পোস্টার বানিয়ে লেগে থেকেছি তাদের আশেপাশে।
মাইকে করজোড় অনুরোধ;
নিজেদের বাঁচান, আমাকে নির্বাচন করুন।

যুদ্ধ- দুর্ভিক্ষ যেরকম রাষ্ট্রের দূর্দশা,
ক্ষুধার্ত পথশিশু,
ভেজা কাক, মরা নদী,
চিতাকাঠ
সব জড়ো করে বলছি,

মায়ের অসুস্থতার মতো আজকের দিন অসহায়,
বাবার রোজগার না হবার মতো এ অপরাহ্ন অভাবী,
তুমি চলে যাওয়ার মতো আজকের এ রাত, ফাঁকা!



## সৃষ্টির স্বাধীনতা

প্রতিটা বিস্ফোরণই নতুন একটা সৃষ্টি,
একটা বৃহত্তর গন্ডি,
আরও মুক্ত জায়গা, আরও অনেক মানুষ।

তুমি আমাকে গড়ার জন্য ভাঙো না,
গড়ি আমি একাই!
মনে করো
সৌরজগৎের সবকিছুই একসাথে ছিল,
আমরা সেখানে থাকতে পারতাম না।
দূরত্ব যত বড় হয় জগৎ আমাদের কাছে তত বেশি
বড় লাগে।

ট্রয় কীভাবে ধ্বংস হল আমি তা জানি না!
যদিও আমেরিকা হিরোশিমায় পারমাণবিক ছুড়ে
কাজটা ভালো করে নাই।
পৃথিবীতে আত্মঘাতী হামলাও অনেক হয়েছে।
বাহির থেকে এসে অনেকে জন-মাল দখল করে নিয়েছে,
ওদের আমরা তাড়িয়েও দিয়েছি।
ইংল্যান্ড অনেকদূর, পাকিস্তানও। এদের মধ্যে
আমাদের স্বজাতিরা কেউ ছিল; আত্মঘাতী।
পম্পেই নগরীর আগুনের ভিতরে রাস্তা ছিল না কোনো,
আবার এ-ও শুনেছি, মরুভূমিগুলো একদিন টলটলে সমুদ্র ছিল।
এরকম আরও অনেককিছুই পাবে,
একদিন তুমিও আমার ছিলে!

প্রতিটা ধ্বংস নতুন একটা ইতিহাস,
প্রতিটা প্রত্যাখ্যান আরও সুযোগ, আরও দীর্ঘ রাস্তা।
পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘপথে গেলে দুইমহাদেশ ঘুরে রাশিয়া যাওয়া যাবে।
তোমাকে পাওয়া যাবে না।
এতবড় একটা পৃথিবী পেয়ে ছোট্ট একটা ঘরের জন্য
আমার আফসোস হচ্ছে।

## এক পতিতা ফুলের জন্মদিনে

এখন যৌবন শরীর চায়, যুদ্ধ চায়
প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চায় তাদের সঙ্গী,
চোখ যেরকম চোখ চায়
হৃদয় হৃদয় খুঁজে পায়নি।
ফসলের শুকনো জমির মতো চাই তোমার শশ্রুষা!

এখন জীবন কামনা করে বিরোধিতা,
কবচ ভাঙতে চায় সম্পর্ক ও দালান
চুক্তি,
যুবকের তৃষ্ণা প্রয়োজনীয় আগুন,
প্রত্যেকটি মৃত্যু যেরকম মৃত্যু চায় পৃথিবীর,
শান্তিপূর্ণদের শান্তি মেলেনি।
মরুভূমির ক্লান্ত বেদীনের মতো চাই তোমার ছায়া!
এই ধ্বংসলীলায় তোমাকে টেনে আনা উচিৎ নয় বটে।



## ধ্বংসলীলা

আমি তার চোখগুলো তুলে নিই সুন্দর করে,
যেন চামচ দিয়ে ডিমের বাটি থেকে কুসুম ছাড়াচ্ছি।
তার ঠোঁট ও জিহ্বা আস্ত রাখি।
সে কথা বলার পর সীল মারা মুখে
তার অনেককিছু খেতে হয়।
আমি কিচ্ছু বলি না,
সে হাত নাড়াতে নাড়াতে আমার হাত থেকে
বুকের কাছে আসে,
আমাকে আঁকে, তারপর আমি তার হাত
কেটে ফেলি,
সে হাঁটতে থাকে বুকের ওপর,
কিছুদূর পর আমি তার পা-দুটো কেটে নিই,
এবার সে থেমে যায়।
অনেক চিন্তা ক'রে হয়তো, তার মগজ খুলে দেখবার রুচি হয় না,
হতে পারে সেখানে গুনগুন করছে মৌমাছি,
কবিমগজে কী আর এমন থাকে বর্ধিত!
সে আমাকে লেখার পর তার কবিতায় আগুন ধরে যায়,
তার চিবুকের ভাজে আমি মৃত্যুকূপ এঁকে দিই বিনিময়ে।
সব ছেড়ে চুপিচুপি তার মনের কাছে গেলে
ঘুরতে থাকি, ঘুরতে থাকে ছুরি- গোলকধাঁধায়,
এখানে হয়তো আমারও কিছু আছে,
বদহজম খাবারের মতন।
থাকুক,
তুমি এসব নিয়ে- দেখি কার কাছে যাও!

## পুনঃবিবৃতি

দেশ গোল্লায় যাক
আমার গোলাকার চাঁদ লাগবে
রুটি অতটা গোল না হলেও ক্ষতি নেই।
দু'বেলা মোটা চালের ভাত চাই,
আর বাকী সব তুচ্ছ ভীষণ;
বড় বড় ইমারত, নগর, স্থাপত্ব
কালভার্ট, উড়ালসেতু উৎসন্নে যাক
আমার শান্তিপূর্ণ আকাশ লাগবে,
যেন কোনো বিশৃঙ্খলা না হয়।
স্বচ্ছ চোখ লাগবে,
তা দিয়ে আমি অতীত বা ভবিষ্যৎ দেখতে চাই না!
আমার দাবি বর্তমানের,
আমার দাবি সময়ের।
আর সব শশ্মানে যাক, কবরে যাক।
শুধু খোলা হাওয়া থাক,
পরিচ্ছন্ন নদী থাক।

গোল্লায় যাক প্রসাধনী, আধুনিকীকরণ মুখের অবকাঠামো,
কলসের সৌন্দর্য্য চাই না আমি,
জলের বিশুদ্ধতা চাই।
পাহাড় -বনাঞ্চল, ফুলগাছ, প্রজাপতির নিরাপত্তা চাই।
যেখানে অনেকগুলো পাখি উড়বে,
কিন্তু কোনো ডানার সাথে সংঘর্ষ হবে না।
বুকের ভেতরে এমন সুন্দর একটা রাস্তা,
ছোট্ট একটা গ্রাম,
যেন তার ভেতরে এর সবকিছু থাকে।

আমার দাবি ভীষণ স্পষ্ট ;
উচ্ছন্নে যাক বৃথা বাক্য, কবিতা, গান, সাহিত্য,
আমার স্বাধীনতা লাগবে তোমাকে ভালোবাসি বলার।



## জেসমিন একটি শুভ্র ফুল

তুমি কি এসেছিলে আর? আমি পৃথিবীতে ছিলাম না
এমন!
হয়তো সাদা কোনো পাখির ডানায় চোখ লেগে গিয়েছিলা
আর আকাশ ভ্রমণ করছিলাম তার সাথে,
কোনো মুগ্ধ সংগীতে বিভোর ছিলাম সারারাত,
কিংবা সামরিক অস্ত্র মহড়ার সম্মুখে
উদ্বোধনের আতশবাজিতে, মেঘে
চাঁদের সাথে হৃদয়ে কলঙ্ক মাখছিলাম।
কোনো এক রূপালী বৃষ্টির শব্দে তোমার ডাক
শুনতে পাইনি
তুমি কি ডেকেছিলে আর?
বঞ্চনার ভাষায় আমার কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছিল,
বুলেটের আঘাতে বুক ঝাঝরা হয়ে যাচ্ছিল,
ক্ষুধার যন্ত্রণায় পৃথিবীকে গালি দিচ্ছিলাম 'হায়নার বাচ্চা বলে',
সে বুলি তুমি শুনে ভুল বুঝে ফিরে গেলে নাকি!
সারারাত আমার ঘুম হচ্ছিল না,
সারাদিন আমি মাতালের মতো পড়ে ছিলাম,
মেঝেতে পড়ে চশমাটা ভেঙে গেল
মিসাইল পড়ে হৃদয়টা ভেঙে গেল
অকালবৈশাখী ঝড়ের আতংকে ঘড়ের টিন
ঠিক করছিলাম,
ক্রমাগত অন্ধকার অগ্রসর হয়ে আসছিল আমার দিকে,
সেই আঁধারের সাথে তুমি কি ছিলে?
সেই ধুলিঝড়ের সাথে– তোমাকে দেখতে পাই নাই।
সচিবালয়ের সামনে স্মারক নিয়ে দাঁড়িয়ে কেটে গেল গোটাদিন!
মিছিলে প্লাকোর্ড হাতে চিৎকার করেছিলাম খুব,
সকলের সাথে উচ্চকণ্ঠে বলছিলাম 'আমাদের দাবী মানতে হবে,
আমাদেরকে আমাদের অধিকার বুঝিয়ে দিতে হবে,
নতুবা তোমার মাথা চিবিয়ে খাবো'!
তখন তুমি কি ভূত ভেবে ভয় পেয়ে গেছিলে?
তুমি কি পালাচ্ছিলে অন্য কোনো পৃথিবীর দিকে?
এমন ভুল সময়ে, যখন আমি মরে গেলাম
তুমি কি এসেছিলে আর?